ধৈর্যপূর্বক দৌড়

ইয়োব ১৬-১৭ অধ্যায়

ইয়োব ও তার বন্ধুদের মধ্যে দ্বিতীয় চক্রের উত্তর-প্রত্যুত্তর ১৫ অধ্যায়ে ইলীফসের বক্তব্যের দ্বারা শুরু হয়েছে। ১৬ ও ১৭ অধ্যায়ে, আমরা ইলীফসের বক্তব্যের প্রতি ইয়োবের উত্তর দেখতে পাই। ১৫ অধ্যায়ে, ইলীফস যেভাবে ইয়োবের প্রজ্ঞা সম্বন্ধে দাবিকে অস্বীকার করেছে (২-১৬ পদ) ও দুষ্টদের প্রতি ধিক্কারের দ্বারা ইয়োবকে দুষ্টদের দলে ফেলেছে (১৭-৩৫ পদ); তার প্রেক্ষিতে ইয়োব কী উত্তর দেবে, তা সে জানে না। কিন্তু ইলীফসের এই মিথ্যা দোষারোপ সত্ত্বেও, ইয়োব সততা বজায় রেখে উত্তর দিয়েছে; মিথ্যাচারের আশ্রয় নেয়নি। ইয়োব এখানেও কপটীদের ন্যায় আচরণ থেকে নিজেকে দূরে রেখেছে; বা সত্যকে ঢাকা দিবার ইচ্ছায় মিথ্যা ফলঝুড়ির আশ্রয় নেয়নি। পরিবর্তে, ইয়োব বোকার মতো নিজের কষ্ট ও যন্ত্রণার কথা বলেছে।

১। ইয়োব তার সান্ত্বনাকারীদের (?) বিরোধিতা করেছে (১৬:১-৬ পদ)

ইয়োব তার চতুর্থ উত্তর এই বলে শুরু করেছে যে, সান্ত্বনাকারীরা যে সমস্ত কথা বলেছে, ইয়োব সে ধরনের কথা অনেক শুনেছে। কিন্তু ইয়োবের বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের সেই সমস্ত কথা ইয়োবকে সান্ত্বনা দানের পরিবর্তে ইয়োবের কষ্ট ও যন্ত্রণাকে বৃদ্ধি করে চলেছে। তাই, ইয়োব তা বন্ধুদের ***কষ্টজনক সান্ত্বনাকারী*** *(miserable comforters)* বলে তীব্র ব্যঙ্গ করেছে। ১৫:১১ পদে, ইলীফস তাদের কথাকে ঈশ্বরের সান্ত্বনাবাক্য বলে উল্লেখ করেছিল, কিন্তু ইয়োব এখানে তাদের কথাকে যন্ত্রণা বৃদ্ধিকারী বলে উল্লেখ করেছে। তাই ৩ পদে, ইয়োব ইলীফসের কথাকে সারশূন্য বাকপটুতার বক্তৃতা (বায়ুবৎ কথা) বলে উল্লেখ করেছে। এই কথার দ্বারা ইয়োব সরাসরি ইয়োব সম্বন্ধে ইলীফসের ব্যঙ্গোক্তিকে (১৫:২) ফিরিয়ে দিয়েছে। ইয়োব তাদের এমন সারশূন্য বক্তৃতার সমাপ্তি কামনা করছে (বায়ুবৎ কথার কি শেষ হয়?)। একজন যন্ত্রণাভোগকারীর মুখ থেকে এমন তীব্র ব্যঙ্গোক্তির কারণ কী, তা নিশ্চয়ই আমরা উপলব্ধি করতে পারছি। শয়তান যদিও সশরীরে এখানে উপস্থিত নেই, কিন্তু ইয়োবের ৩ বন্ধুদের মাধ্যমে কাজ করে চলেছে, যার কাজকে পৌল ***"সেই পাপাত্মার সমস্ত অগ্নিবাণ"*** (ইফিষীয় ৬:১৬) বলে উল্লেখ করেছে। আমাদের মধ্যে যখন কেউ ইয়োবের মতো দুর্দশা ভোগ করে, তখন যেন আমরা ইয়োবের বন্ধুদের মতো তার বিরুদ্ধে শয়তানের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত না হই, সর্বদা সতর্ক থাকি।

৪, ৫ পদে ইয়োব বলেছে যে, ***"আমার প্রাণের মতো যদি তোমাদের প্রাণ হত,"*** অর্থাৎ, তার বন্ধুরা যদি ইয়োবের মতো কষ্টভোগ করত; তাহলে, ইয়োবও তাদের মতো তাদের বিরুদ্ধে অনেক কথা যদিও বলতে পারত; তথাপি তার সেই কথা হত সত্য সান্ত্বনা, যা তাদের সবল করত ও শান্তি দিত।

আমরা আমাদের সমস্যার কথা বলে বা তার উদ্গীরণ করে স্বস্তি অনুভব করে থাকি। কিন্তু তার নিজের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইয়োব ৬ পদে বলেছে যে, কথা বলেও ক্লেশ নিবৃত্তি হয় না, নীরব থেকেও কোনও উপশম নেই। তাই, সে ঈশ্বরের মনোযোগ পেতে পুনরায় তার বিলাপ শুরু করেছে।

২। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বিলাপ (১৬:৭-১৭)

৭ পদে ইয়োব ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে যে, তিনি তাকে পরিশ্রান্ত করেছেন, এবং ইয়োবকে তার সমস্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বা বন্ধুদের থেকে পৃথক করেছেন। ৮ পদে, ইয়োব তার শরীরকে যন্ত্রণার খাঁচা বলে প্রকাশ করেছে। আর ইয়োবের এই শারীরিক অবনতিকে (কৃশতা) লোকেরা তার অপরাধের পক্ষে প্রমাণ হিসাবে মনে করছে। ৯ পদে, নিজের এই দুর্দশায় ঈশ্বরের ভূমিকাকে উপলব্ধি না করতে পেরে, ইয়োব ঈশ্বরকে নিজের শত্রু জ্ঞান করেছে। ইয়োবের কল্পনায় ঈশ্বর এক হিংস্র জন্তুর ন্যায় তার শিকারকে বিদীর্ণ করে চলেছেন।

তার প্রতি লোকদের ধিক্কার ইয়োবের এই দুঃখকে আরও বৃদ্ধি করেছে (১০ পদ)। নগর দ্বারের বাইরে ভস্মের ঢিবির উপর বসে ইয়োব সমস্ত মানুষের দৃষ্টি

আকর্ষণ করেছে। তাদের কর্কশ ব্যঙ্গোক্তি ইয়োবের কাছে চপেটাঘাত বলে মনে হচ্ছে। ১১ পদে, এই সমস্ত ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের পাত্র হবার কারণের কথা ইয়োব উল্লেখ করেছে: ''***ঈশ্বর আমাকে অন্যায়ীর কাছে সমর্পণ করেছেন।***'' বন্ধুদের কথা মতো, দুষ্টদের শাস্তি দেবার পরিবর্তে ঈশ্বর ইয়োবকে দুষ্টদের হাতে সমর্পিত করেছেন। ১২-১৪ পদে, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ইয়োবের বিলাপ সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছে। এই কথা বর্ণনা করতে গিয়ে, ইয়োব বিভিন্ন উপমাকে ব্যবহার করেছে- ঘাড় ধরে আছাড় মারা, তীরন্দাজের লক্ষ্যরূপে স্থাপন করা, যকৃত বিদীর্ণ করা, মাটিতে পিত্তকে ফেলা, শক্তিশালী যোদ্ধার সৈন্যবাহিনী দ্বারা অবরুদ্ধ নগরের উপর আক্রমণ।

এমন দুঃখে জর্জরিত ইয়োব বাধ্য হয়েছে চট পরতে ও মাটিতে কপাল ঠেকাতে (১৫ পদ)। ক্রমশ ক্রন্দন ইয়োবের মুখের আকৃতিকে বিকৃত করেছে (১৬ পদ)। কিন্তু ১৭ পদে, ইয়োব এত দুর্দশার মধ্যেও নিজের নির্দোষতার কথা উল্লেখ করেছে। ইয়োব যেহেতু হিংসার (অত্যাচার) পথ অবলম্বন করেনি ও তার প্রার্থনা যেহেতু বিশুদ্ধ, ইয়োব সত্যতা বা যথার্থতা প্রকাশের জন্য চিৎকার করছে।

শাস্ত্রে, ইয়োব নিশ্চয়ই বিশ্বাসের পক্ষে সর্বোচ্চ উদাহরণ নয়। ইয়োবের ন্যায় পৌলও অনেক দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছিল; আমাদের প্রভু যীশুও নীরবে দুঃখ ভোগ করেছিলেন। যীশুর সেই দুঃখভোগ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে পিতর লিখেছেন, ***''তিনি দুঃখভোগকালে তর্জ্জন করতেন না, কিন্তু যিনি ন্যায় অনুসারে বিচার করেন, তাঁর উপর ভার রাখিতেন''*** (১ পিতর ২:২৩)। সেইদিক থেকে চিন্তা করতে গেলে, দুঃখভোগের প্রতি যীশুর উত্তর ছিল ইয়োবের তুলনায় অনেক উন্নত মানের। কিন্তু ইয়োবের কথা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করে, জীবনের প্রতি আমাদের সাধারণ চিন্তাকে পরিবর্তিত করতে প্রেরণা দেওয়া হয়েছে, তিনি কী বলতে চাইছেন, তা উপলব্ধি করার পূর্বে তিনি আমাদেরকে দূর্গম পথে পরিচালিত করতে পারেন।

৩। স্বর্গীয় সাক্ষ্য (১৬:১৮-২২)

নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও যখন কেউ মৃত্যুর বলি হয়, তখন যেমন সে ন্যায়বিচার কামনা করে, ইয়োবও একই প্রকার ইচ্ছার কথা পৃথিবীকে জানিয়েছে: ***''পৃথিবী! আমার রক্ত আচ্ছাদন কোরো না; আমার ক্রন্দন যেন বিশ্রামস্থান না পায়''*** (১৮ পদ)। আদিপুস্তক ৪ অধ্যায়ও আমরা নির্দোষ হেবলের রক্তকে ঈশ্বরের কাছে ক্রন্দন করতে দেখেছি (আদি ৪:১০)। ঠিক একই ভাবে, এখানে ইয়োব যে বিনা কারণে অত্যাচার বা দুর্দশার বলি হয়েছে, তার জন্য ক্রন্দন করছে এবং আশা করছে ঈশ্বরের কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে সেই ক্রন্দন থামবে না।

এখন, পার্থিব কোনও বিষয় বা ব্যক্তি যখন তার পক্ষ সমর্থন করছে না; ইয়োব তখন উপলব্ধি করেছে যে তার সাক্ষী স্বর্গে আছেন, যিনি তার নির্দোষের পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন (১৯ পদ)। এখন, ইয়োবের পক্ষে এই স্বর্গীয় সাক্ষী কে? ইয়োবের যুক্তি থেকে ধরা যেতে পারে যে, এই স্বর্গীয় সাক্ষী হলেন, স্বয়ং ঈশ্বর। ২০, ২১ পদে ইয়োব দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে বলেছে যে, তার বন্ধুই হল তার পক্ষ সমর্থনকারী। এখন, ইয়োবের পার্থিব বন্ধুরা ইয়োবকে সাহায্য করতে ব্যর্থ হওয়ায়, স্বয়ং ঈশ্বর তাদের স্থান গ্রহণ করবেন ও ইয়োবের বন্ধু হয়ে তার পক্ষ সমর্থন করবেন। এমন চিন্তা নিঃসন্দেহে ইয়োবের চোখে জল আনতে বাধ্য করেছে, ***''ঈশ্বরের উদ্দেশে আমার চক্ষু অশ্রুপাত করে।''*** ২২ পদে, ইয়োব ঈশ্বরকে শীঘ্র হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ করেছে। কারণ, ইয়োবের অনুরোধ যদি শীঘ্র শ্রবণ না করা হয়, ইয়োব অসম্মানের মৃত্যুতে বিনষ্ট হবে। ইয়োব উপলব্ধি করছে যে, সে আর বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারবে না, আর কেবল কয়েক বৎসর অবশিষ্ট আছে। তাই, ইয়োব ঈশ্বরকে শীঘ্র কাজ করতে বলছে।

আমরাও অনেক সময় বিশ্বাসীদের বার বার একই প্রশ্ন করতে শুনি, **''ঈশ্বর কেন এমন ঘটনা আমার জীবনে ঘটতে দিলেন? কেন? কেন? কেন?''** যদিও আমরা শাস্ত্র থেকে তার বিভিন্ন উত্তর খুঁজে পেতে পারি, ইয়োব পুস্তকের এই অংশ আমাদের এই প্রশ্নের যে উত্তর দিচ্ছে, তা হল, ঈশ্বর তা আমাদের জীবনে ঘটতে দিয়েছেন, কারণ আমাদের উচিৎ, বন্ধু, প্রতিবেশি বা নেতাদের উপর আস্থা রাখার পরিবর্তে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করা। সঙ্কটের দিনে তিনি যে আমাদের রক্ষা করতে সম্পূর্ণ সক্ষম, তা যেন আমরা সর্বদা স্মরণ করি ও শিক্ষা করি। ঈশ্বরের কাছেই সঠিক উত্তর আছে।

৪। ব্যক্তিগত বিলাপ (১৭:১-১৬)

১৭ অধ্যায়ে, ব্যক্তিগত বিলাপের মাধ্যমে ইয়োব ঈশ্বরের দ্বারা এই দুর্দশা থেকে উদ্ধার উদ্ধার কামনা করছে। ১ পদে, ইয়োব আবেগপূর্ণ ভাষায় ৩ লাইনে নিজের হতাশার কথা প্রকাশ করেছে, *"আমার জীবাত্মা শেষ হয়েছে, আমার আয়ু অবসান, কবর আমার জন্য প্রস্তুত।"* অর্থাৎ, জীবনের প্রতি তার আশাভঙ্গ হয়েছে; পৃথিবীর মাটিতে তার দিনসংখ্যা শেষ হতে চলেছে; কবর তার জন্য অপেক্ষা করছে। ২ পদে, ইয়োব তার বিদ্রুপকারীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হবার কথা বলেছে। এমন বিদ্রুপকারীদের সামনে ইয়োব ঈশ্বরকে তাঁর দাসের পক্ষে প্রতিভূ হতে অনুরোধ করেছে (৩ পদ)। এর আগে ৬:১৪-২৩ পদে ইয়োব আশা করেছিল যেন তার বন্ধুরা তার পক্ষে জামানত (প্রতিভূ) হয়, কিন্তু তা তারা অস্বীকার করেছে। অগত্যা, ইয়োব ঈশ্বরের কাছে সেই আর্জি জানিয়েছে।

৪ পদে, ইয়োব ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, ঈশ্বর কেন ইয়োবের পক্ষে জামিনদার হবেন। ইয়োবের বন্ধুরা সে কাজ করেনি, কারণ ঈশ্বর নিজে তাদের হৃদয়কে বন্ধ করে রেখেছেন। তারা ইয়োবের পরিস্থিতির সঠিক উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই তারা ঈশ্বরের ক্রোধের পাত্রকে সাহায্য করতে ভয় পেয়েছে (বন্যা, খরা বা দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষদের সাহায্য করা কি ঠিক?)। তাই, ঈশ্বরকেই এদের অন্ধত্ব দূর করতে হবে ও অকারণে ইয়োবের নির্দোষতার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে হবে। ৫ পদে, ইয়োব তার বন্ধুদের সতর্ক করেছে যে, ইয়োবের প্রতি তাদের মিথ্যা দোষারোপের অপরাধ তাদের সন্তানদের প্রতি বর্তাবে। ৬, ৭ পদে, ইয়োব নিজের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য বিলাপ করেছে, *"সে লোকদের হাস্যাস্পদ হয়েছে, লোকে তার মুখে থুতু দেয়, চোখ নিস্তেজ ও সর্বাঙ্গ ছায়ার ন্যায় হওয়া।"*

৮-১০ পদে ইয়োব কী বলতে চেয়েছে, তা খুব স্পষ্ট নয়। তথাপি, আমরা বলতে পরি যে, ৮ পদে ইয়োব বলতে চেয়েছে, ইয়োবের দুর্দশা দেখে তার বন্ধুদের কী করা উচিৎ ছিল। একজন নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি অত্যাচার দেখে যে সরল আচরণ করে, সে চমৎকৃত ও পামরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হতে বাধ্য; কিন্তু ইয়োবের বন্ধুরা তা করেনি। ৯ পদে, ধার্মিক হিসাবে নিজের অন্তিম পরিস্থিতি সম্বন্ধে ইয়োব আশাবাদী। ১০ পদে, ইয়োব তার বন্ধুদের প্রকৃত জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা করেছে; যদিও তাদের মধ্যে একজনও প্রকৃত জ্ঞানবান নয়।

শেষ পদগুলিতে (১১-১৬) ইয়োব মৃত্যুর বিষাদকে মনে মনে চিন্তা করেছে। ১১ পদে, ইয়োব তার হতাশার কথা আবার বলেছে, *"আমার আয়ু শেষ হয়েছে, তার জীবনে আর কোনও উদ্দেশ্য নেই, তার চিন্তার কোনও মূল্য নেই।"*

১৫-১৬ পদে, ইয়োব ৪টি প্রশ্ন করেছে। (১) আমার আশা কোথায়? (২) আমার আশা কে দেখতে পাবে? (৩) আমার আশা কি আমার সঙ্গে পাতাল পর্যন্ত নেমে যাবে? (৪) আমরা কি একসঙ্গে ধূলোয় বিশ্রাম করব? ভবিষ্যতে বিশ্রাম পাবার একমাত্র আশা যা ইয়োব করতে পারে, তা হল, কবরের বিশ্রাম। অর্থাৎ, হতাশার মধ্যেই ১৭ অধ্যায় শেষ হয়েছে। ইয়োব এখনও তার দুঃখ-দুর্দশার পেছনে কারণের অনুসন্ধান করে চলেছে।

আমাদের জীবনের সমস্ত অধ্যায় "সুখকর সমাপ্তির" *(happy ending)* দ্বারা শেষ হয় না। ইয়োব পুস্তকের সুখকর সমাপ্তি থাকলেও, এই অধ্যায়টি কিন্তু হতাশার দ্বারা শেষ হয়েছে। বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে ইয়োব এখনও তার দুর্দশার কারণ অনুসন্ধান করে চলেছে।

আপনিও কি আপনার ব্যক্তিগত জীবনে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে আছেন? মনে রাখবেন, এখানেই বইয়ের শেষ হয়নি; জীবনকে পৌল দৌড়ের সঙ্গে তুলনা করেছে, *"তোমরা কি জান না যে, দৌড়ের স্থলে যারা দৌড়ে, তারা সকলে দৌড়ে, কিন্তু কেবল একজন পুরস্কার পায়? তোমরা এরূপে দৌড়, যেন পুরস্কার পাও। . . . অতএব আমি এরূপে দৌড়িতেছি যে বিনা লক্ষ্যে নয়"* (১করি ৯:২৪, ২৬)। আপনি আপনার জীবনের দৌড় কীভাবে শেষ করতে চলেছেন? ইব্রীয় পুস্তকের লেখক আরও বলেছেন, *"অতএব, এমন বৃহত সাক্ষীমেঘে বেষ্টিত হওয়াতে আইস, আমরাও সমস্ত বোঝা ও সহজ বাধাজনক পাপ ফেলে দিয়ে ধৈর্যপূর্বক আমাদের সম্মুখস্থ ধাবনক্ষেত্রে দৌড়ি; বিশ্বাসের আদিকর্তা ও সিদ্ধিকর্তা যীশুর প্রতি দৃষ্টি রাখি; তিনিই আপনার সম্মুখস্থ আনন্দের জন্য ক্রুশ সহ্য করলেন, এবং ঈশ্বরের সিংহাসনের দক্ষিণে উপবিষ্ট হয়েছেন"* (ইব্রীয় ১২:১-২)।